জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫ই চৈত্র বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 29th Mar. 1961 | ৪৩শ সংখ্যা

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

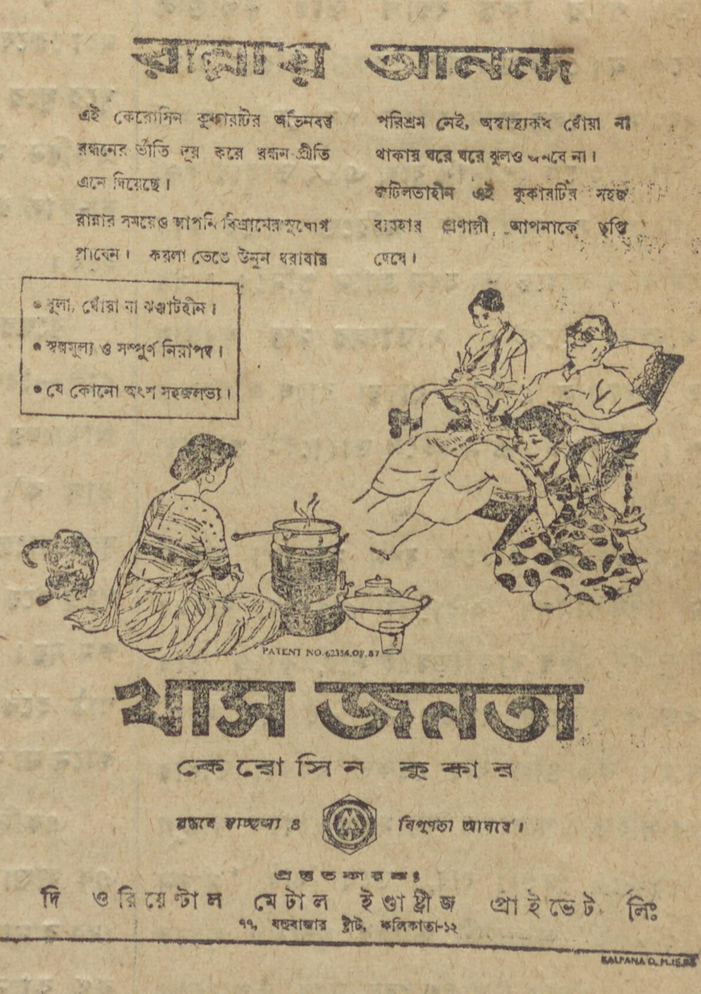

হাতে কাটা,

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত

—•—

উদাহরণ দিয়া সম্যক অর্থাৎ হুবহু যা দেখিয়ে দেওয়া যায় তার নাম দৃষ্টান্ত। সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া যা মীমাংসা দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া যায় তার নাম সিদ্ধান্ত।

যদি কোন মাতালকে তার মত্ত অবস্থায় কথিত কোন অকথ্য কথার বিষয় বলা যায়, সে তা অস্বীকার করিতেও পারে, কিন্তু যদ্যপি তার কথাগুলি গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত রেকর্ড করিয়া রাখা যায় এবং মাতালের জ্ঞান হইলে পর সেই রেকর্ড যন্ত্রে দিয়া তাহাকে শোনান যায়, এ যে তাহার কথা নয় বলিয়া সে অস্বীকার করিতে পারে না। অজ্ঞানে যা বলিয়াছে তা যখন জ্ঞানে শুনিবে তখন খুব লজ্জিত হইবেই। মাতালের মত্ত অবস্থায় কথিত কথাগুলি রেকর্ডে ধরিয়া রাখে জাপানের পুলিশ। মাতালের জ্ঞান হইলে তাহাকেই শুনাইয়া লজ্জা দেয়।

আমাদের এই ভারতে যখন মান্যগণ্য প্রধান প্রধান দিক্‌পালগণ বাহাদুরী দেখাইয়া বচনের তুবড়ী ছুটান, কিন্তু বাক্যাড়ম্বরই সার, কাজে তার এক কড়াও করিতে পারেন না, এই সব বচন-বাগীশদের কথাগুলি যদি রেকর্ড করিয়া তাঁহার কাজের সহিত উপদেশের অসামঞ্জস্য চোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তবে যদি "মুখেন মারিতং জগৎ" অভ্যাসটী তাঁদের ঘুচলেও ঘুচতে পারে। নিজে ভুল উপদেশ দেয়, তার উপদেশের কাজ যখন বিফল হয়, তখন আর জবাব থাকে না।

এক বৃদ্ধ ডাকাতের সর্দ্দার নিজের ছয় ছেলে ও অনেকগুলি শাগরেদ নিয়ে লুণ্ঠন ব্যবসা চালাইত। সবকে বুঝাইত—দেখ, আমি ডাকাইতি করিতে যাবার আগে যে কালী-মায়ের আরাধনা করি এই ভক্তি আমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে, তাই ধরা পড়ি না। মায়ের দয়ায় আমার বল বুদ্ধি সব। কত মামলায় পুলিশকে বেকুব বানিয়ে বে-কসুর খালাস হয়েছি—তাতো তোরা সকলেই দেখেছিস্। সরদার এবার সবকে নিয়ে একটা বড় ডাকাতি করে বহু টাকার মাল পেয়েছে। তার মতলব—ছয় ছয়টা ছেলে আর সে মোট সাত জন, আর সব ডাকাত একা একা; ওরা আমার সঙ্গে যুঝে পারবে না।

যখন শাগরেদরা সরদারের কাছে এসে মাল ভাগ করার জন্য অনুরোধ করে, তখন বুড়ো নানা ওজর করে। কখন বলে এখনও পুলিশ গোয়েন্দা ফিরছে। সব চুপচাপ হ'য়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হোক, তখন যার যা ন্যায্য অংশ তাকে দিয়ে দিব। ছটফট্ করিস্‌নে। "সবুরে মেওয়া ফলে" এটা মহাপুরুষের কথা। সব শাগরেদ বুড়োর কাছে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। ক্যাবলা বাগদী একদিন মনে মনে বুদ্ধি আঁটলো। বুড়োকে মা-কালীর আদেশ দিয়ে জব্দ ক'রে ভাগ নিতে হবে।

বৃদ্ধের এক ছেলে বাবাকে বল্লে—দেখ শাস্ত্রে বলে—বিশ্বাসঘাতকের মত পাপী নাই। ওরা আমাদের বিশ্বাস ক'রে মাল রেখেছে। সবকে ডেকে ভাগ ক'রে দিলেই হয়। বুড়ো সরদার ছেলের মুখে শাস্ত্রের নাম শুনে সব ছেলেকে ডেকে নিজের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করালে—পিতৃ-আজ্ঞা শাস্ত্র চেয়ে কম নয়। আমার আদেশ—তোরা যেখানে শাস্ত্র পাঠ হবে সেখানে যাবিনে—শাস্ত্রের কথা যেন কানে না যায়।

একদিন সেই, যে ছেলে শাস্ত্রের কথা বলেছিল—এক রাস্তা দিয়ে আসছে। পথের মধ্যে হিন্দুস্থানী-দের রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হ'য়েছে। রামায়ণের কথা কানে গেলে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। সেই ভয়ে সে কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে আসতে আসতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে এক কানের আঙ্গুল একটু ফস্‌কে গিয়ে তার কানে পাঠক পণ্ডিতজীর "দেওতাকো ছায়া নেহি" হঠাৎ "দেবতার ছায়া-হীন দেহ" এই বাক্যটি প্রবেশ করলো। সরদারের ছেলে বাড়ী এসে পিতার পায়ে পড়ে কাতরস্বরে বল্‌লে—বাবা, আজ দৈবাৎ শাস্ত্রের কথা কানে গিয়াছে। বৃদ্ধ সরদার জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা শুনেছিস্ বল্‌তো।

ছেলে—দেওতাকো ছায়া নেহি।

বাবা—ওতে কিছু অপরাধ হবে না। দেবতার ছায়া থাক আর নাই থাক ওতে আমার পেশার কোন ক্ষতি হবে না। যা, মনে দুঃখু করিস্‌নে।

সেই রাত্রেই শাগরেদ ক্যাবলা বাগদী কালীর মুখোস মাথায় প'রে, সরদার যে বারান্দায় ঘুমাচ্ছে, তার মাথার দিকে ব'সে—বলে উঠলো দেখ্ সরদার আমার সাধনা ক'রে—যে অর্থ পেয়েছিস্ তা যদি অন্য সবকে ভাগ না দিস্ তবে তোর ছয় বেটাকে একদিনে বিনাশ করবো। সরদার হাত দুটি জোড় করে বল্লে—মা কালই আমি সবকে ডেকে ভাগ দিব। যখন কালীমূর্ত্তি ক্যাবলা উঠোনে নেমেছে, জোছনা রাত্রে তার ছায়া পড়েছে। আজই সরদার তার ছেলের কাছে শুনেছে—দেবতার ছায়া নাই। তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি মা-কালীর পিছু ধাওয়া ক'রে তাকে ধ'রে ছেলেদের ডাকলো—তারা কালীর মুখোস খুলে দেখলো—ক্যাবলা বাগদী। ওকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় করলো। তখন সরদার সব ছেলেকে বল্‌লে—দেখ শাস্ত্র মানতে হবে। শাস্ত্রের কথায় আজ প্রায় লক্ষ টাকা বেঁচে গেল। তখন ওরা শাস্ত্র পাঠও করে ডাকাতিও করে।

মেট্রিক পদ্ধতি

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ব্যবসা বাণিজ্যে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র মেট্রিক পদ্ধতি চালু হইবে। তবে পুরাতন পদ্ধতি কলিকাতা ও হাওড়ায় আরও এক বছর এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে দুই বছর পাশাপাশি চালু থাকিবে।

ভেজাল গাওয়া ঘি বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় ভেজাল গাওয়া ঘি বিক্রয়ের অপরাধে আহিরণ গ্রামের শ্রীভানু ঘোষকে ২০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন ও আরও আটটি পৌর নির্বাচনে

নেক্ টু নেক্ ফাইট্

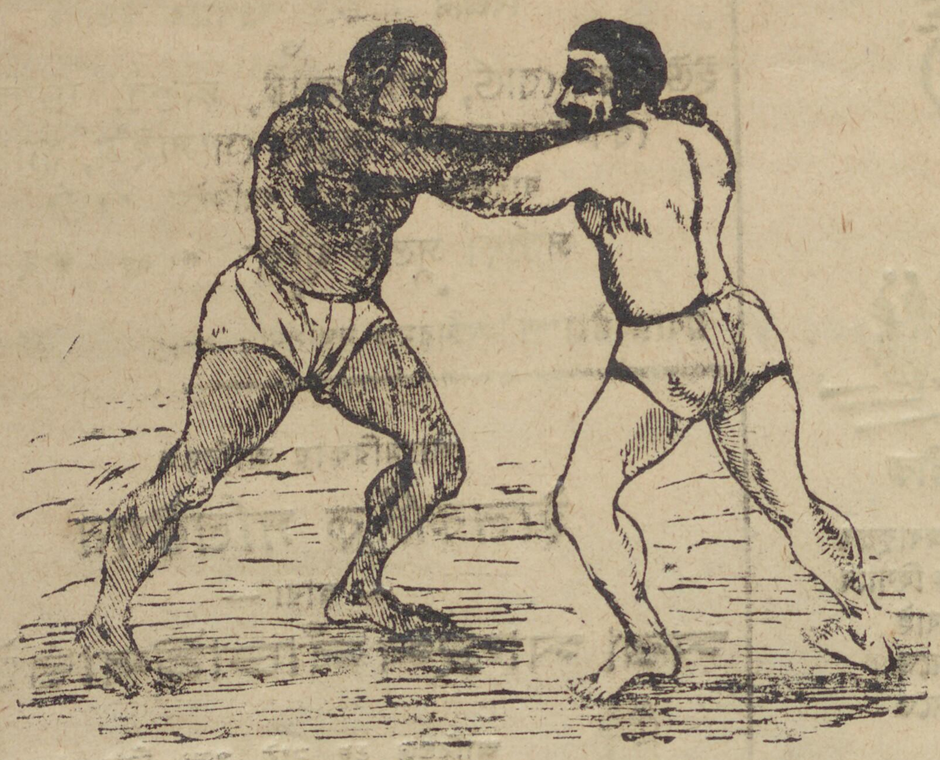

নেক্ টু নেক্ ফাইট্ চলছে ডে এণ্ড নাইট্,
ঘড়াই কর লড়াই কর উইথ ইওর মাইট্।
জিত্‌লে পরে সভ্য হবে, না জিত্‌লে অসভ্য,
অর্থনাশ মনস্তাপ অদৃষ্টের যা লভ্য।
যে সুখেতে সুখী হবে বাড়ী বাড়ী ফিরি,
তক্তে ব'সে করতে পাবে দম্ভ কিড়িমিড়ি।

অনীতার ভিয়েনা যাত্রা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী অনীতা বসু দীর্ঘ তিন মাসকাল ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া গত ১৮ই মার্চ্চ শনিবার ভিয়েনা যাত্রা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের জনগণ শ্রীমতী বসুকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনিও সর্ব্বত্র আদর আপ্যায়ন লাভে বিশেষ মুগ্ধা হইয়াছেন।

জঙ্গিপুর মহকুমার জন-সংখ্যা

১৯৬১ সালের জন-গণনায় জঙ্গিপুর মহকুমার জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জঙ্গিপুর পৌর এলাকায় ১৯৫১ সালে ১৮,২৫৫ জন ছিল, ১৯৬১ সালে ২৪,১৮৪ হইয়াছে। ধুলিয়ান পৌর এলাকায় ১৫,৯৩৫ স্থলে ১৭,২৩৬ হইয়াছে। অরঙ্গাবাদে লোকসংখ্যা ২,৮৫৪ জন। সমস্ত মহকুমার গ্রামাঞ্চলে ৫,০১,৪৪৫ ও সহরে ৫৪,২৭৪ মোট জন সংখ্যা ৫,৫৫,৭১৯

ত্রিশ হাজার টাকার বে-আইনী গাঁজা

নিমতিতা রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে সুতী থানার ডিহিগ্রামের হাজিবুল্লা সেখের বাড়ীতে দুই মণ তেইশ সের চৌদ্দ ছটাক, বাদিরুদ্দিন সেখের বাড়ীতে এক মণ দুই সের ও সম্পতি বেওয়ার বাড়ীতে দুই ছটাক মোট তিন মণ ছাব্বিশ সের গাঁজা ও দশ সের সুপারী পাওয়া গিয়াছে। গাঁজার দাম আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা।

জঙ্গিপুরের আবগারী সব-ইন্সপেক্টর আবদুল ওয়াহুদ সাহেব বে-আইনী গাঁজার সন্ধান পাইয়া ব্যাপক খানাতল্লাসী ব্যাপারে সাহায্যার্থে মহকুমা পুলিশ অফিসারের নিকট লোকের জন্য আবেদন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশে রঘুনাথগঞ্জ থানার এসিষ্টাণ্ট সব-ইন্সপেক্টর শ্রীসুকুমার কুণ্ডু, এস-ডি-পি-ও অফিসের রীডার শ্রীরমণীমোহন দাস ও কতকগুলি কনেষ্টবল ঘটনাস্থলে গমন করেন। আবগারী বিভাগের কনেষ্টবল শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীনবকুমার ঘোষ ও শ্রীপ্রণয়কুমার চৌধুরী সন্দেহজনক ব্যক্তিগণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও খানাতল্লাসী ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ছয় জন পুরুষ ও তিন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত আসামীকে জামিন দেওয়া হইয়াছে।

বন্দুক নিলামের বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাসক পক্ষে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আগ্নেয়-অস্ত্র বিভাগ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জানাইতেছেন যে আগামী ১৯৬১ সালের ৬ই মে তারিখে বেলা ১১ ঘটিকার সময় বহরমপুর কোর্ট মালখানার বাজেয়াপ্ত বন্দুক প্রভৃতি প্রকাশ্য নিলামে বহরমপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিক্রয় করা হইবে।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৩রা এপ্রিল ১৯৬১

২ স্বত্ব ডিঃ মাজেদালী সেখ দিং দেং নেওয়াজ আলী সেখ দিং দাবি ১৫০ টাকা ১১ নঃ পঃ ঘিয়া রং এর মুখ গোল খাড়া শিং এর বাছুর গরু ১টী আঃ ১৫৫৲

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী
ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর নির্দ্ধারিত মূল্যে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন**, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪৯৬

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার [illegible]
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible]

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে নফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।